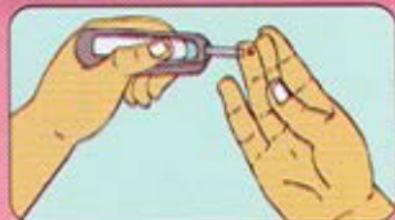


অসংক্রামক রোগ

নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

অসংক্রামক রোগসমূহ

ডায়াবেটিস



উচ্চ রক্তচাপ



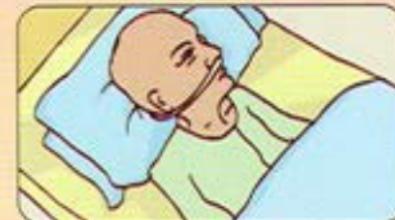
হৃদরোগ



সিওপিডি
(ক্লন্ডেন বিএফটি রোগ)



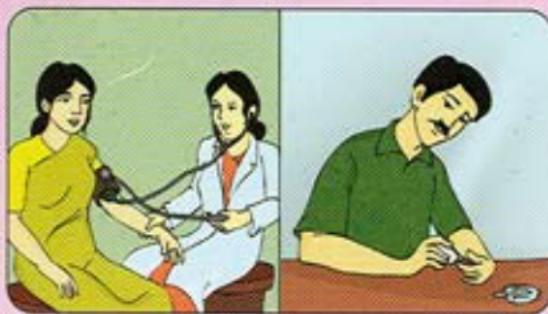
ক্যালসার



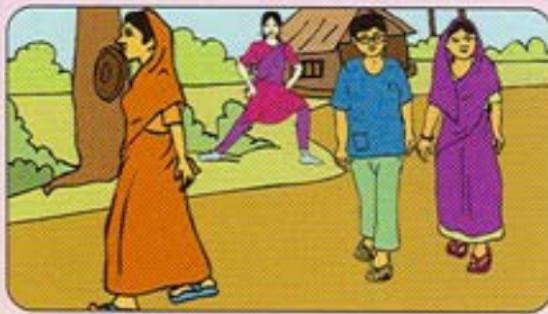
নীরব ঘাতক

- অসংক্রামক রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয় না, চিকিৎসা এবং নিয়মনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- অসংক্রামক রোগ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তাই এসব রোগ প্রতিরোধ করাই উত্তম।

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয়



বয়স ৩৫ হলে প্রত্যেককে বছরে কমপক্ষে ১ বার ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে



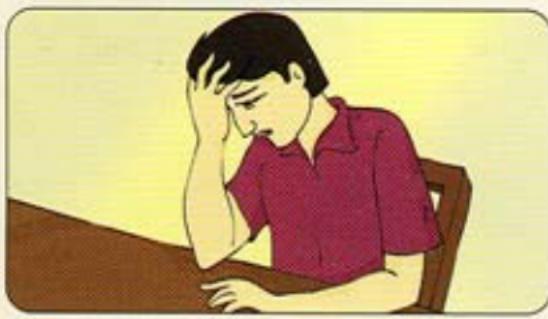
নিয়মিত কায়িক শ্রম করতে হবে



ধূমপান, তামাক সেবন এবং মদ্যপান পরিহার করতে হবে



অতিরিক্ত তেল, চর্বি এবং আলগা লবণ বাদ দিতে হবে

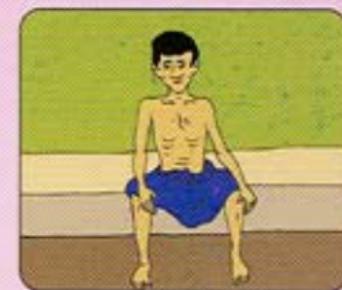


অতিরিক্ত দুষ্টিতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে

ডায়াবোটিস

অস্ফুল:

- ঘনঘন প্রস্তাব হওয়া।
- ঘনঘন পিপাসা লাগা।
- ঘনঘন ক্ষুধা পাওয়া।
- ওজন কমে যাওয়া।
- ঝুঞ্চি ও দুর্বলতা বোধ করা।



ডায়াবোটিস রোগীর নিয়মকানুন:

- চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ সেবন করবেন/ইনসুলিন গ্রহণ করবেন।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ইঁটবেন বা হালকা ব্যায়াম করবেন।
- চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার সম্পূর্ণ পরিহার করবেন।
- শর্করাজাতীয় খাবার পরিমিত এবং শাকসবজি বেশি খাবেন।
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন।

উচ্চ রক্তচাপ

অস্ফুল:

- মাথাব্যথা।
- মাথা ঘোরানো।
- চোখে ঝাপসা দেখা।
- বুকে ব্যথা হওয়া।
- শ্বাসকষ্ট।



উচ্চ রক্তচাপ রোগীর নিয়ম কানুন:

- চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ সেবন করবেন।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ইঁটবেন বা হালকা ব্যায়াম করবেন।
- আলগা লবণ সম্পূর্ণ পরিহার করবেন।
- ধূমপান এবং তেলচর্বি জাতীয় খাবার পরিহার করবেন।
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন।

হৃদরোগ

অস্ফুল:

- বুকে চাপ দেওয়ার মত ব্যথা।
- বুক ধড়ফড় করা।
- ইঁটলে বা পরিশ্রম করলে বুকে
ব্যথা এবং বিশ্রামে ব্যথা কমে যাওয়া।



দুর্বলতা প্রতিরোধে করণীয়:

- ধূমপান ও তামাক সেবন পরিহার করতে হবে।
- শাকসবজি বেশি এবং তেল চর্বি কম খেতে হবে।
- নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করতে হবে।

সিওপিডি

লক্ষণ:

- শ্বাসকষ্ট, যা ধীরে ধীরে বাঢ়তে থাকে।
- দীর্ঘদিন কফযুক্ত কাশি থাকে।
- শ্বাসকষ্টের কারণে প্রায়ই মুখ
দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।



সিওপিডি প্রতিরোধে করণীয়:

- ধূমপান ও তামাক সেবন পরিহার করতে হবে।
- রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলোবাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- কারখানাতে কাজের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

ক্যানসার

লক্ষণ:

- ভাল হচ্ছে না এমন কোন ঘা থাকলে।
- স্তনে চাকা বা শক্ত অংশ অনুভূত হলে।
- তিল বা আঁচিল ধীরে ধীরে বড় হওয়া কিংবা রং পরিবর্তন হতে
থাকলে।



- দীর্ঘস্থায়ী কাশি থাকলে অথবা কষ্টস্বর ভেঙে বা কর্কশ হয়ে
গেলে।
- শরীরের কোন স্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হলে।
- পায়খানা বা প্রশ্নাবের ধরন বা অভ্যাসের পরিবর্তন হলে।
- খাদ্য বা পানীয় গেলার সময় অসুবিধা বোধ করলে।

ক্যানসার প্রতিরোধে করণীয়:

- ধূমপান ও তামাকসেবন পরিহার করতে হবে।
- ক্যানসার সন্দেহ হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এবং
পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।